দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18/12/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

জনমত

সম্প্রতি ১৯৭৯ সালের সুপিরিয়র পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষার সিলেবাস এবং কোন কোন প্রশ্নপত্রের মধ্যে কতিপয় বৈপরীত্য একজন পরীক্ষার্থী হিসেবে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমি মনে করি, আমার মত এরূপ অনেকে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই বিষয়টির প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

উল্লিখিত পরীক্ষার অংক ছিলো একটি বাধ্যতামূলক বিষয় এবং এর জন্যে প্রদত্ত সিলেবাসের শেষে ঠিক অংকের এই কথাটি লেখা ছিলো যে 'এই পত্রের মান সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় অংকের মানের ন্যায় হবে।' অথচ ১৯৭৯ সালের সুপিরিয়র পদে নিয়োগ পরীক্ষার অংক প্রশ্নপত্রের ৭। (ক) (iii) নং প্রশ্ন এবং ৯ (ক) নং প্রশ্ন এই সিলেবাসের বহির্ভূত। ৯। (ক) নং প্রশ্নের পক্ষে অবশ্য পিএসসি কর্তৃপক্ষের একটি যুক্তি থাকতে পারে। সিলেবাসে প্রগেশন বা সমানুপাত কথাটি লেখা রয়েছে। কিন্তু একটি সিলেবাসে থাকলেও এই নিয়মের অংক গুলো মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার অংক (আবশ্যকীয়) সিলেবাসের বহির্ভূত। যদি ধরা যায় এ অংকটি সিলেবাসের অন্তর্গত তবে বলতে হয়, সিলেবাসের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী।

৯। (খ) নং প্রশ্নটি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় অংকের মান অনুসারে হলেও পিএসসি প্রদত্ত সিলেবাসে এ নিয়মের উল্লেখ নেই।

এদিকে পাটিগণিতের সিলেবাসে 'স্কোয়ার মেজার্স' বলে যে অধ্যায়টি যোগ করা হয়েছে এরূপ কোন অধ্যায় মাধ্যমিক শ্রেণীর পাটিগণিত বইতে নেই। অথচ এই নিয়মের সাদৃশ্যে যে অংকটি অংক প্রশ্নে দেয়া হয়েছে তা মাধ্যমিক শ্রেণীর অংক বই-এর 'স্কোয়ার রুটস' এবং এরিয়া—এ দুটি অধ্যায়ের নিয়ম সদৃশ।

পরিশেষে, উপরে উল্লিখিত প্রশ্নপত্রে মোট ১৯টি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছে এবং এক একটা জ্যামিতি প্রশ্নের মান—হিসেবে মাত্র পাঁচ নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে এমনটি এসএসসি পরীক্ষায় কখনো দেখা যায় না।

উপরোক্ত অবস্থার ফলে দুরকম হয়েছে। যারা কলা এবং বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী তাদের পক্ষে নির্বাচনী গণিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান অসম্ভব হয়েছে। এমনকি যেখানে বিকল্প ছিলো সেখানেও উক্ত পরীক্ষার্থীরা সে বিকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অপর দিকে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এ প্রশ্নপত্রটি হয়েছে অত্যন্ত অনুকূল। কারণ, তারা এসএসসি ও এইচএসসি শ্রেণীতে এবং পরে এসব অংক চর্চা করেছে। ফলে সিলেবাস বহির্ভূত হলেও এবং অধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হলেও তাদের মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে পিএসসি কর্তৃপক্ষ সুপিরিয়র পদে নিয়োগ পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত সিলেবাস লংঘন করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে সিলেবাসকে গোলমাল পাকিয়েছেন এবং প্রকারান্তরে বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রতি অবিচার করেছেন এবং কলা ও বাণিজ্যের ছাত্রদের প্রতি করেছেন পক্ষপাতিত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯ ধারায় বলা আছে চাকরীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ধারা লংঘন করা হয়েছে, যদিও কথায় নয়, কাজে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার আবেদন, উপরোক্ত বিষয়ের উপর যথাযথ তদন্ত করা হোক এবং সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নগুলি যারা জবাব দিতে পারেনি অথবা যারা ভুল জবাব দিয়েছে সে প্রশ্নগুলির জন্যে তাদের পূর্ণ নম্বর প্রদান করে এ অবিচারের প্রতিকার করা হোক।

—জনৈক পরীক্ষার্থী,

অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা ভাষা অফিস-আদালতের সর্বত্র ব্যবহারের জন্যে সরকার বিভিন্ন সার্কুলার জারী করেছেন। সেই মোতাবেক অফিস-আদালতে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক সরকারী অফিস, আধা-সরকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সরকারী আদেশ লংঘন করে চলেছেন। ফলে বাংলা স্টেনোগ্রাফারদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এটা উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষা প্রচলনের গুরুত্ব অনুধাবন করেই সার্কুলার জারী করা হয়েছে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাস এলেই বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য আমরা ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করে দিই। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হলেই বাংলা ভাষা ব্যবহারের কথা বেমালুম ভুলে যাই। ফলে ফেব্রুয়ারী মাসের সকল কর্মসূচীই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সে যাই হোক, বাংলা ভাষা অফিস-আদালতের সর্বত্র যাতে যথাযথই প্রচলিত হয় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি।

অলক চৌধুরী কাজর, ঢাকা।

উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ফরিদপুর জেলার নাঙ্গলবন্দ থানার তেলীপাড়া প্রাথমিক স্কুলটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। স্কুলটিতে বর্তমানে যে তিনজন স্থানীয় শিক্ষক আছেন তাদের কেউই শিক্ষকতায় পারদর্শী নন, এমনকি প্রধান শিক্ষক সাহেবের পুরোপুরি শিক্ষাও প্রশ্নাতীত নয়। তেলীপাড়া এবং আশপাশের গ্রামবাসীরা বারবার থানা শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করেও স্কুলের জন্য একজন ভালো শিক্ষক পাননি। বর্তমানে অভিভাবকরা এই স্কুল থেকে ছেলে মেয়েদের অন্য স্কুলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রী শূন্য থাকায় শিক্ষকরা স্কুলের আসবাবপত্র ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে। এবং স্কুলটি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অধিক নতুন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা অবশ্যই আনন্দের কথা। আমরা এলাকাবাসীরা সদাশয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি আবেদন রাখছি। তেলীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যেন অবিলম্বে এ বিদ্যালয়ে একজন ভালো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ভালো শিক্ষক নিয়োগ করা হলে অবশ্যই চলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা আবার এখানে ফিরে আসবে। অন্যথায় মাসে মাসে এই স্কুলে সরকারী অর্থের শুধু শ্রাদ্ধই হবে কোন সুফল ফলবে না।

—মোঃ আনোয়ার হোসাইন দীপ,
তেলীপাড়া, ফরিদপুর।